দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

ভারপ্রাপ্ত আর স্বেচ্ছাসেবীদের দিয়ে চলছে প্রাথমিক শিক্ষা

■ শিপন আহমদ, ওসমানীনগর (সিলেট) সংবাদদাতা

শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকের অভাবে সিলেটের বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলার নয়টি সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা পদের মধ্যে সাতটিই শূন্য। এতে ব্যাহত হচ্ছে তদারকি কার্যক্রম। তাছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ বেশ কিছু সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, পরিস্থিতি সবচেয়ে নাজুক প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলগুলোতে। দেখা গেছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগ পেলেও দ্রুত শিক্ষকরা সুবিধাজনক স্থানে বদলি হয়ে চলে যাওয়ার জন্য সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে তদবির করতে থাকেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হন। মূলত এই কারণেই প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। অনেক বিদ্যালয় চলে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক দিয়ে। অভিযোগ রয়েছে নানা অযুহাতে উপজেলা শিক্ষা অফিস তালাবদ্ধ থাকে। এতে দাপ্তরিক কাজে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে।

সিলেটের বালাগঞ্জ ওসমানীনগর উপজেলা

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ওসমানীনগর পৃথক উপজেলা হলেও সেখানকার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সকল কার্যক্রম এখনো বালাগঞ্জ শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। দুই উপজেলায় ১৮১টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ১৭৮টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ১০৭ জন। শূন্য রয়েছে ৭১টি পদ। সহকারী শিক্ষকের ৭৩৮টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ৪৪টি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদটি শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন থেকে। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুজ্জামান বদলি হওয়ার পর থেকে শূন্য পদে সহকারী কর্মকর্তা রতন চন্দ্র সরকার উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার নয়টি পদের মধ্যে কর্মরত রয়েছেন দুইজন। উচ্চমান সহকারীর পদ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। অফিস সহকারী দুটি পদের মধ্যে দুটিই শূন্য রয়েছে। এমএলএসএস পদে দীর্ঘদিন ধরে কেউ নেই। শুধুমাত্র একজন হিসাব সহকারী দিয়ে দুই উপজেলার সমস্ত দাপ্তরিক কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা একাধিক স্থানে কাজ করছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না এতে দাপ্তরিক কাজে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

অন্যদিকে, ওসমানীনগরে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কোনো অফিস না থাকলেও সুনামগঞ্জ জেলার দোহারা বাজার উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সৌরভ পাল মিটুন গত দুই বছর থেকে নিজেকে ওসমানীনগর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দাবি করে আসছেন। এতে ওসমানীনগর উপজেলার সাধারণ শিক্ষকরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। মাঝে-মধ্যেই দাপ্তরিক কাজ করতে নাজেহাল হচ্ছেন।

জানা গেছে, শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা সহকারী কর্মকর্তা না থাকায় তদারকির অভাবে দুই উপজেলার একাধিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ইচ্ছেমতো ক্লাস নিচ্ছেন। হাজার হাজার শিশুর লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। যারা কর্মরত আছেন তারাও নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাতায়াত করেন না। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষা কর্মকর্তারা পরিদর্শনেও যান না। তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মহাসড়ক সংলগ্ন যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে এমন বিদ্যালয়ই পরিদর্শন করেন। ফলে ওই সব বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষকরাও সুযোগ পেয়ে অধিকাংশ সময় অনুপস্থিত থাকেন। স্থানীয় যেসব স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন শুধু তারাই নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নুরুল ইসলাম বলেন, সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা শিক্ষা অফিসের শূন্য পদ ও বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্যের ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির ফাইল ঊর্ধ্বতন দপ্তরে রয়েছে। আমি আশাবাদী দ্রুত এ শূন্যপদগুলো পূরণ হয়ে যাবে।